International peer Reviewed Journal
ISSN 2321-7340 Print
ISSN 2583-360X online
Lok-Utsa 5, Vol.-2: Issue-I: January 2023

মাটির সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে—

লোক-উৎস

মুখ্য সম্পাদক
ড. পরিমল বর্মণ

মাথাভাঙ্গা * কুচবিহার

LOKA-UTSA 5
Vol: 2, Issue: 1
January, 2023
ISSN 2321-7340 for Print
ISSN 2583-360X For Online
Chief Editor : Dr. Parimal Barman

RNI Tittle Verified No:WBMUL00685
Language : Multiple Language
Annual Peer Reviewed Research Journal
on Arts & Literature and All Humanitics
Rs.299.00 for India, 5$ USD for others Country

স্বত্ব : সম্পাদক

প্রচ্ছদ ও অক্ষর বিন্যাস : দীপক বর্মণ, সূর্যদেব বর্মণ

প্রকাশক ও সম্পাদনা দপ্তর
ড. পরিমল বর্মণ
সংস্কৃতি ভবন, ওয়ার্ড নং-১১
পচাগড়, মাথাভাঙ্গা রোড
পো:-মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন-৭৩৬১৪৬
প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০২৩
মোঃ ৭৬০২১৩০৩০১/৮৯১৮৩৬৭৪৩৩
www.lokutsa.com
Email: chiefeditor@lokautsa.com

মুদ্রণ : শান্তি উদ্যোগ, সুকিয়া স্ট্রিট, কলকাতা

মূল্য : ২৯৯.০০ টাকা মাত্র

ভাওয়াইয়া গানে 'দেশীঢোল'-এর বর্ণ, বোল, বানী এবং তাল এর ব্যাবহার

ড. জয়ন্ত কুমার বর্মন, ধনঞ্জয় রায়

ভারতীয় ঢোল এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—

চৈতন্যদেবের পূর্বে যে মঙ্গল আখ্যান পাঁচালিরূপে সারারাত ধরে গাওয়া হত তার সথেও ঢোলের সঙ্গত হত অনুমান করা যায়। এর আগে ঢোলের অনুরূপ যন্ত্র কোনো রকমের মন্দিরে খোদিত মূর্তির স্কন্দে দেখা যায় দ্বাদশ শতাব্দীতে। শ্রীহট্ট জেলার ঢোলক নামে এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র আছে। এই যন্ত্র দেখতে ঢোলের মত তবে একটু বেশি লম্বা। বাংলা দেশের বরিশালের নট্ট পরিবার সুদক্ষ ঢুলি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছে। এই পরিবারের ক্ষীরোদ নট্টের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ঢোল একটি পরিশীলিত বাদ্যযন্ত্র হিসেবে উনবিংশ শতকে উচ্চ হিন্দু বর্ণের মধ্যেও প্রচলিত হয়েছে। The dhol, the common drum is used in bihu song dance. It is played by striking one side of the dhol with one bamboo stich and the other side is played with striking with the plam. Drum dance--Most of the folk dances of sikkim require drum accompaniment. Genarally the drummer provides the percussion accompaniment with dance. There are many dance in which the dancer himself plays the drum while dancing. Such dances come under the category of drum dance (pani, 2000: 99).

উত্তর-পূর্ব ভারত, বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ, নিম্ন নেপাল, বিহারের কিছু অংশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তরভাগ তথা উত্তরবঙ্গের সর্বমোট ৮টি জেলা জুড়ে বিস্তৃত অঞ্চলের বৃহৎ জনগোষ্ঠী হল 'রাজবংশী'। এই বিস্তৃত অঞ্চলে এই বৃহৎ জনগোষ্ঠী অঞ্চল ভেদে ক্ষত্রিয়-রাজবংশী/দেশী/কোচ-রাজবংশী/পালিয়া রাজবংশী/কামতাপুরি/কামরূপী/রাজবংশী নস্যশেখ ইত্যাদি নামে পরিচিত। এদের প্রকৃত নাম সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে চর্চা আজও বিদ্যমান। এই 'রাজবংশী জনগোষ্ঠী'-র আনদ্ধ বাদ্যের মধ্যে কড়কা, ডম্ফ, ঢুলকি, আঁকড়াই, ঢাক, নাগারা, দেশী ঢোল, ডমরু, জয়ঢাক ইত্যাদি ব্যবহারের প্রচলন দেখা যায়।এদের মধ্যে অন্যতম হল দেশী ঢোল।

দেশীয় ঢোল এর উৎপত্তি সম্পর্কে লোকশ্রুতি— চামড়ায় আচ্ছাদিত আম বা

নিম কাঠের তৈরি এই দেশী ঢোল এর উৎপত্তি সম্বন্ধে লোকশ্রুতি ভিন্ন ভিন্ন পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের কিছু গ্রামীণ দেশীয় মানুষের মতে প্রাচীনকালে একদল মানুষ এই অঞ্চলের কোন এক জঙ্গলে শিকার করতে এবং কাঠ কাটতে বেরোবার সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং একটি বড় গাছের নীচে বিশ্রামের জন্য সকলে আশ্রয় নেয়। কোন এক সময় দেখায় যায় বিশ্রামাশ্রিত গাছটি থেকে এক এক বিন্দু করে জলের ফোঁটা প্রকৃতির তাণ্ডবে মাটিতে লুটিয়ে পড়া শুকনো বৃহৎ অন্য একটি গাছের ওপর টপটপ শব্দে অনবরত ঝরে পড়ছে। সেই শব্দ সময়ের সাথে সাথে নির্জন জঙ্গলে টপটপ থেকে ডমডম অর্থাৎ শব্দের তীক্ষ্ণতা ক্রমশ বাড়ছে। কৌতুহল বশত কয়েকজন মানুষ পড়ে থাকা গাছটির কাছাকাছি যায় এবং অন্য একটি গাছের ডাল দিয়ে সেটায় সজোরে আঘাত করেন। আঘাতের পর উদ্ভূত শব্দ তাদের আকৃষ্ট করে এবং তারা সিদ্ধান্ত নেন যে এই গাছের একটি অংশ কেটে তাদের বাসস্থানে নিয়ে গেলে সেই খণ্ডিত কাঠের গুঁড়ি সাধারণ জনগণের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের কাজে ব্যবহার করা যাবে। বাসস্থানে ফিরে অনুরূপভাবে আঘাত করে গাছের কাটা গুঁড়ি থেকে আশানুরূপ শব্দ না পাওয়ায় তাদের সকলকে চিন্তিত হতে দেখা যায়। কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে তারা বুঝতে সক্ষম হয়—গাছের গুঁড়ির দুই পাশ ফাঁকা, এবং তাই তারা নির্দিষ্ট সেই গাছের গুঁড়ি থেকে আশানুরূপ শব্দ শুনতে পাচ্ছেন না। অবশেষে সিদ্ধান্ত হয় গাছের গুঁড়ির দুটি দিকে শিকার করা জন্তু জানোয়ারের চামড়া দিয়ে আচ্ছাদিত করা হবে। সকলের সিদ্ধান্তে তাইই করা হয় এবং তারা সকলে চামড়ায় আচ্ছাদিত সেই গাছের গুঁড়ি থেকে আশ্চর্যজনক ভাবে আশার অতীত শব্দ শুনতে পান। নবনির্মিত সেই বাদ্য সে সময় আদিম সমাজের বিভিন্ন কাজে এবং অঞ্চলভেদে ভিন্ন ভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যবহার হয়। সময় চক্রে আজকের দেশী ঢোল সেই গাছেরই গুঁড়ি থেকে তৈরি বাদ্যর পরিবর্তিত রূপ বলে অনেকে মনে করেন।

দেশী ঢোল এর ব্যবহার—প্রথমদিকে এই ঢোল রাজবংশী লোক সমাজের রাজ্যাভিষেক, উৎসব, অনুষ্ঠান, ঢোলাই, বিবাহ, উপনয়ন আদিতে ব্যবহার করা হয়। ব্যবহার করতেন 'ভুঁইমালী' নামক একটি লোকবৃন্দবাদন দল। বর্তমানে এই দেশী ঢোল রাজবংশীদের অন্যতম লোকসংগীত ভাওয়াইয়া গানে ব্যবহার করা হয়। এও ঢোল বাদ্যর গুণী শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম হলেন বঙ্গরত্ন বলরাম হাজরা, বিমল মালী(কলু), বঙ্গরত্ন মলয় কিন্নর, অনিল রায় আদি।

বোল ও বাণীর ব্যবহার—শ্রী ভুবনচন্দ্র রায় কুশানী, ধোবরী, আসাম,উত্তর-পূর্ব

ভারতের লোকনাট্যের ইতিহাসে কিংবদন্তী শিল্পী গুরু ভুবনচন্দ্র রায় রাজবংশী জনগোষ্ঠী প্রাচীনতম ঐতিহ্য 'কুশান গান' লোকনাট্য ধারাকে সুসংগঠিত ভাবে লোকসমাজে একটি অন্য মাত্রায় তুলে ধরেছেন। তিনিই সর্বপ্রথম উত্তর-পূর্ব ভারতে কুশান গানের নৃত্যে সুচিন্তিত এবং সুসংগঠিত ভাবে কিছু নৃত্য সহযোগী 'বোল' শ্রীখোল বাদ্যে ব্যবহার এর প্রচলন শুরু করেন। কুশান গান এ শ্রীখোল এর ব্যবহার উত্তর-পূর্ব বারতে তথা বাংলাদেশের কুশান লোকনাট্যে আজও আছে। শিল্পী শ্রী ভুবনচন্দ্র রায় দ্বারা তাঁর কুশান গান এ ব্যবহৃত বোলগুলির নিদর্শন এইরূপ—''তাক তাতা কতা কক, ধিনিধি নাধিন কৎধি নানানা, ধা তেরে কেটে তাক, তাক ধিনা ধিধি না ধা, তাধিন -তা তাধিন -তা, তাধিন -তা তাধিন না, ধাধিন -তা-তা তা, ধিন ধিনধিন-ধি না''। সময়ের গতিকেই সেই ধারায় আংশিক ব্যবহার এই চর্চিত ঢোল এও কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু গুণী শিল্পীদের দ্বারা আজকের দিনেও এই অঞ্চলের বিভিন্ন লোক অনুষ্ঠানে দেখতে পাওয়া যায়। আজও মহান শিল্পীর সেই সুচিন্তিত ধারা তাঁরই সুযোগ্য প্রতিভাবান ও গুণী শিষ্য শিল্পীরা তাঁদের সংগঠিত ও অসংগঠিত চর্চায় অব্যাহত রেখেছেন। এদের মধ্যে অন্যতম হলেন অশোক চক্রবর্তী, অনুকূল রায়, অনিল রায়, প্রাণকৃষ্ণ রায়, দুলাল রায়, ধনঞ্জয় রায়, প্রশান্ত রায়, প্রাণকুমার বিশ্বাস, অতুল রায়, গোবিন্দ রায়, অমরেন্দ্র রায়, বুদুরাম রায়, তপন রায়, প্রসন্ন রায়, অরিজিত রায়, মানিক বড়ুয়া, খুদু রায়, পবিত্র রায় ও আরও অনেকে।

বোল ও বাণীর ব্যবহার—শ্রী গোবিন্দ বর্মণ, বারোকোদালি, কুচবেহার, পশ্চিমবঙ্গ—কুচবেহারের শিল্পী শ্রী গোবিন্দ বর্মণ দ্বারা ছুটকীর্তন ও ভাওয়াইয়া গান এ ব্যবহৃত 'বোল' গুলির নিদর্শন এইরূপ—''হরে হরে হরে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ''। তিনি তাঁর খোল বাদনে প্রত্যেক বোল 'হরে' আর 'কৃষ্ণ' দিয়ে বাজিয়ে থাকেন।

বোল ও বাণীর ব্যবহার---শ্রী জগদীশ বর্মণ, ভারেয়া, কুচবেহার, পশ্চিমবঙ্গ—শ্রী জগদীশ বর্মণ দ্বারা ''ভুঁইমালী'' (দেশীয় ব্যান্ড) লোকবাদ্য দল এ ব্যবহৃত বোলগুলির নিদর্শন এইরূপ—ঘ্রং ঘ্রং তাক তাক, তাক তাক ঘ্রং ঘ্রং, ডম ডম ধ্যারকা। তিনি লোক বাদ্য ধ্যারকা বাজানোর সময় এই বোলগুলি ব্যবহার করেন। তিনি এই বোলগুলি ব্যবহার করেই শিখেছিলেন বলেও জানান।

বোল ও বাণীর ব্যবহার—বঙ্গরত্ন শ্রী বলরাম হাজরা, আলিপুরদুয়ার, কুচবেহার, পশ্চিমবঙ্গ—আলিপুরদুয়ারের শিল্পী বঙ্গরত্ন শ্রীবলরাম হাজরা ভাওয়াইয়া

গান এ এভম নিজস্ব বাজনায় ''ভারতীয় শাস্ত্রীয় আনদ্ধ বাদ্য তবলায় ব্যবহৃত" বোলগুলিকেই সুনিপুণ ভাবে নিজস্ব প্রতিভায় একটি অনন্য ঢঙ এ ঢোল এর বাজনায় ব্যবহার করতেন।

বোল ও বাণীর ব্যবহার—শ্রী মৃগনাভি চট্টোপাধ্যায়, সোদপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ—স্বনমধন্য শিল্পী শ্রী মৃগনাভি চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা এর কাছে থেকে সংগৃহীত বাংলা ঢোল এর প্রাচীনতম ব্যবহৃত বোলগুলির নিদর্শন যা জানা যায় তা হল এইরূপ—''ঝাঁওর গিরজা ঘিজঘেনেতা, ঘেনেতা"।

বোল ও বাণীর ব্যবহার—বঙ্গরত্ন শ্রী মলয় কিন্নর, ভেটাগুড়ি, কুচবেহার, পশ্চিমবঙ্গ—কুচবেহার, ভেটাগুঁড়ি গ্রামের প্রখ্যাত শিল্পী শ্রী মলয় কিন্নর দ্বারা ''ভুঁইমালী" (দেশীয় ব্যান্ড) লোকবাদ্য দল এ পরম্পরাগত ভাবে বাজানো মিশ্র 'বোল' পদ্ধতিই বর্তমানে ভাওয়াইয়া গানে প্রয়োগ করতে দেখা যায়।

বোল ও বাণীর ব্যবহার—কুশানী বাশিনাথ ডাকুয়া, নাগরুর হাট, শালবাড়ি, কুচবেহার, পশ্চিমবঙ্গ—পশ্চিমবঙ্গ, কুচবেহার, শালবাড়ি, নাগরুর হাট গ্রামের প্রখ্যাত শিল্পী বাশিনাথ ডাকুয়া কুশানী পরম্পরাগত ভাবে তার কুশান গান 'লোকনাট্যে' খোল যন্ত্র দ্বারা বাজানো মিশ্র 'বোল' পদ্ধতিই বর্তমানে কুশান গানে প্রয়োগ করেন।

ভাওয়াইয়া গানে দেশী ঢোল এর ব্যবহার—উত্তরবঙ্গে, অসম ও বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে ভুঁইমালী লোকবৃন্দ বাদন দল এ দেশী ঢোল/কাঠি ঢোল বা নাটি ঢোল এর ব্যবহার আদিকাল থেকেই রয়েছে। ভাওয়াইয়া গানে এই দেশীয় ঢোল এর ব্যবহার সম্ভাব্য সর্বপ্রথম শুরু করেন ভাওয়াইয়া (গোয়ালপাড়ীয়া ঘরানা বা আঙ্গিক) গানের কিংবদন্তী শ্রদ্ধেয়া শিল্পী আমাদের সকলের প্রিয় পদ্মশ্রী প্রতিমা বড়ুয়া (পাণ্ডে)। তিনি নিজের কণ্ঠে গাওয়া এই গানকে সবসময় 'দেশী গান' বলতেন, যা এপার বাংলা ওপার বাংলার বিভিন্ন মঞ্চে আমরা বহুবার দেখেছি। ভিন্ন ভিন্ন স্তরে গবেষণার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ভাওয়াইয়া সম্রাজ্ঞী প্রতিমা বড়ুয়ার 'দেশী গান' বা ভাওয়াইয়ায় ব্যবহার করা দেশীয় আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র 'ঢোল' কে 'দেশী ঢোল' নামরকণ করা হবে। সর্বপ্রথম ২০১৬সালে নামকরণের এই মহৎ কাজটি করেন কুচবেহারের ভাওয়াইয়া সঙ্গীত একাডেমী ও পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ, (ভারত), (URHF)এর প্রতিষ্ঠাতা তথা নির্দেশক এবং Rajbanshi Heritage International Museum (URHF) এর প্রতিষ্ঠাতা তথা সিকিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীতের অধ্যাপক ড. জয়ন্ত কুমার বর্মণ মহাশয়। সঙ্গে সহযোগিতা করেন তার

সুযোগ্য ছাত্র শ্রী ধনঞ্জয় রায়।

দেশী ঢোল এর অঙ্গ বর্ণনা—

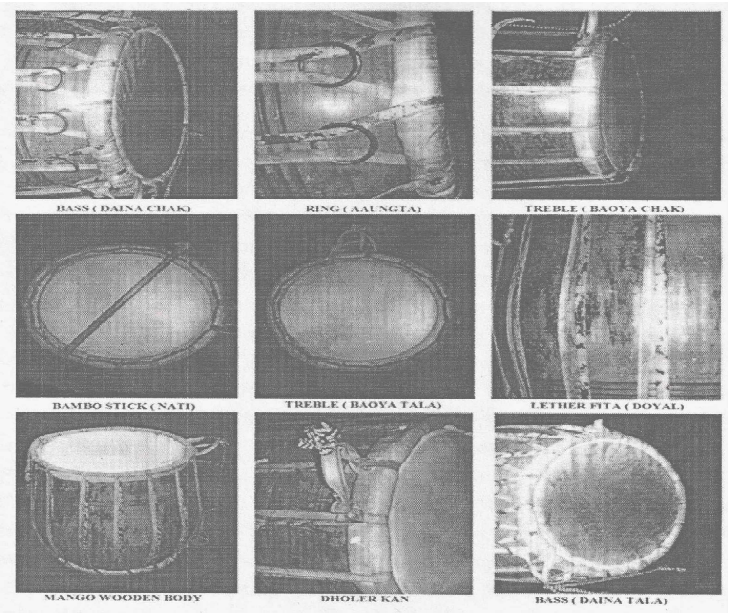

দেশী ঢোল এর নামকরণ—বর্তমানকালের সঙ্গীত শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সংগতি রেখে এবং এই দেশীয় বাদ্যযন্ত্রটির (Indigenous Musical Instrument) সংরক্ষণ (Reservation) প্রচার এবং প্রসার এর কথা মাথায় রেখে ড. জয়ন্তকুমার বর্মণ সর্বপ্রথম গবেষণার মধ্য দিয়ে 'দেশী ঢোল' এর স্বতন্ত্রতার নিরিখে এর 'দেশী ঢোল' নামকরণ এর কথা ভাবেন এবং প্রস্তাব রাখেন শিল্পীদের মাঝে। এই নামকরণের কাজে তিনি দেশীঢোল শিল্পী ধনঞ্জয় রায় কে সর্বতোভাবে পাশে পেয়েছিলেন। বাংলাদেশের এবং দক্ষিণবঙ্গের বাংলা ঢোল আমরা সকলেই চিনি। সারা ভারতেও ভিন্ন ভিন্ন ধরণের ঢোল আছে এবং তাদের স্বতন্ত্র নাম আছে। ভাওয়াইয়া গানের ঢোল এর গঠন এবং বাজানোর পদ্ধতি একটু আলাদা অন্যান্য ঢোলের তুলনায়। পদ্মশ্রী প্রতিমা পাণ্ডে বড়ুয়া 'ভাওয়াইয়া' গানকে সবসময় 'দেশীগান'বলতেন বিভিন্ন মঞ্চে গান পরিবেশন কালে। তাই ভাওয়াইয়া গানে ব্যবহার করা নির্দিষ্ট এই ঢোলকে 'দেশীঢোল' নামকরণের প্রস্তাবটি এই ঢোলকে বিশ্বের বাজারে পরিচিতি করবার তরে বিশিষ্ট শিল্পী এবং গবেষক শ্রী

ধনঞ্জয় রায় এবং তার পিতা বিশিষ্ট কুশান লোকনাট্য শিল্পী ভুবন রায় কুশানি সমর্থন করেন। শুরু হয় দেশীঢোল এর বর্ণ, বোল, বাণী এবং তাল এর নামকরণ সহ বাজানোর পদ্ধতির একটি কাঠামোগত ভাবে প্রকাশ করা শেখানোর প্রয়াস। বাকিটা ইতিহাস।

দেশী ঢোল এর বর্ণ, বাণী ও বোল প্রস্তুতকরণ এবং পদ্ধতিগত ভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা—দেশী ঢোল এর বর্ণ, বাণী, ও বোল তৈরি থেকে শুরু করে লোকতাল এর মাত্রা, ছন্দ, বিভাগ, তালি, খালি এবং চিহ্ন সহযোগে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার লোকতাল এর ভাবনার প্রকাশ এবং সেই প্রাচীন এবং নব তালসমূহের সমন্বয় সহ নামকরণ করেন ভাওয়াইয়া শিল্পী ড. জয়ন্ত কুমার বর্মণ এবং দেশীঢোল শিল্পী ধনঞ্জয় রায় বা তাদের যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত ''দেশী ঢোল শিক্ষা'' নামক পুস্তকে বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ করা আছে। ড. বর্মণ সিকিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের একজন অধ্যাপক এবং ধনঞ্জয় রায় তবলা বিষয় এম.ফিল. সহ বর্তমানে সিকিম বিশ্ববিদ্যলয়ে পি.এইচ.ডি. পাঠরত। দুজনের যৌথ প্রচেষ্টায় তাদের সাংগীতিক শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করে প্রস্তুত হয় দেশী ঢোল সম্বন্ধে এই পুস্তক। তবলা, খোল, পাখোয়াজ বা মাদলের মতন দেশী ঢোল ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গগুলির চিহ্নিত করণ করা হয়। সংগীতের স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী ঢোল এর বর্ণ তৈরি না হলে তার বাণী বা বোল এবং সর্বোপরি তাল প্রস্তুত অসম্ভব। তাই লেখকদ্বয় এর সৃজনমূলক ভাবনার বিকাশ ঘটেছে এই 'দেশী ঢোল শিক্ষা' পুস্তক এ, যা একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে বলা যায়। এতদিন পর্যন্ত দেশী ঢোল শিক্ষা মৌখিকভাবেই হয়ে আসছিল। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষার্থীদের সময়কে সুন্দরভাবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে এবং সহজেই একটি পদ্ধতিগত ভাবে শিক্ষা নেবার বা দেবার প্রয়োজনে এই কাজ লোকসংগীতের অঙ্গনে একটি নতুন অধ্যায় বলা যায়। ভারতে পশ্চিমবঙ্গের ভাওয়াইয়া সংগীত একাডেমী ও পরিষদ এর উদ্যোগে এই দেশী ঢোল এর একটি নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম তৈরি করা হয় এবং বারতের বিভিন্ন প্রান্তে পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়। এই নব্যসৃষ্ট বর্ণ, বোল, বাণী ও তালগুলি আগামী দিনে ভাওয়াইয়া গান, রাজবংশী লোকশাস্ত্রীয় সঙ্গীত, উত্তরবঙ্গ তথা উত্তরভারতের অন্যন্য লোকধারায় ব্যবহার হবে। গুণী দেশী ঢোল শিল্পীরা প্রতিভার নিরিখে সঠিক অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তাদের নিজস্ব শিল্পের দক্ষতা বাড়বে এবং এই বোল ও তালগুলিকে লোকসমাজে আরও গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর নিমির্ত্ত তথা পেশাগত ভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত শিল্পী হিসেবে গড়ে তোলবার অবকাশ পাবে।

দেশী ঢোল এর নবনির্মিত ও সংকলিত লোকতাল চর্চা এবং তার প্রচার—দেশী ঢোল শিল্পী ধনঞ্জয় রায় এর বর্তমানে প্রায় ৫০জনেরও বেশি দেশীঢোল এর সুযোগ্য শিষ্যরাও বর্তমানে 'ভাওয়াইয়া সঙ্গীত একাডেমি ও পরিষদ' এর সারা ভারতে ছড়িয়ে থাকা প্রায় ৩০টি শাখায় নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম দ্বারা দেশী ঢোল এর নবনির্মিত ও সংকলিত লোকতাল চর্চা এবং তার প্রচার, প্রসার এর কাজে নিয়োজিত। এছাড়াও ননীনদের মধ্যে পঙ্কজ বর্মণ, বাবন বর্মণ, মিনতি রাভা, অভিজিত রায়, ধনপতি ও আরও অনেকে এই ঢোল শিক্ষা নিচ্ছেন এবং সর্বত্র শিক্ষাগতভাবে এর প্রচার রসার এর কাজে একনিষ্ঠভাবে নিয়োজিত আছেন।

বর্ণ-ডান হাতে—১৪টি

১। গ, গি, গে—ডান হাতের হাতু (ছবি-ডান হাত ১ ও ২ নং অংশে) ঢোল এর তালার বা চামড়ার নিচের ১নং অংসে হাল্কা চেপে রেখে হাতের মধ্যমা আঙ্গুল বা লাঠির মাথা দিয়ে তালার উপরদিগের ২নং অংশে একটু ছেড়ে বাজাতে হবে। বাজানার রেশ থাকবে।

২। ঘ, ঘি এবং ঘে—ডান হাতের তালু (ছবি—ডান হাত ১নং ও ২নং অংশে) ঢোলের চামড়া বা তালার নীচের ২নং অংশে চেপে রেখে লাঠির মাথা বা মধ্যমা আঙ্গুল এর মাথা দিয়ে ঢোল এর উপরদিগের তালার ২নং অংশে চেপে বাজাতে হবে। বাজানার রেশ থাকবে না।

৩। ঘেৎ—ডান হাতের তালু (ছবি—ডান হাত—২নং ও ৩নং অংশ) ঢোল এর চামড়া বা তালার নিচের ২নং অংশে অপেক্ষাকৃত বেশি চাপ রেখে হাতের যর্জনী অথবা লাঠির মাথা দ্বারা তালার উপরদিগের ২নং অংশে আঘাত করে ডান

হাতের তালু তালার উপর ঘষে এক স্থান থেকে সরিয়ে অন্য স্থানে নিয়ে যেতে হবে।

৪। ডুং—ডান হাত দ্বারা বাশের বানানো লাঠি দিয়ে তালার ২নং বা ২,৩ এর মাঝের অংশে আঘাত করলে ডুং আওয়াজ হবে।

৫। কৎ—ডান হাতের ৩নং অংশে অথবা লাঠি দ্বারা ঢোল এর তলায় চেপে একটু জোরে বাজাতে হবে। রেশ থাকবে না।

৬। টাক—ডান হাত দ্বারা লাঠির নিচের পেটের অংশ দিয়ে ঢোলের চাক (ছবি-তালা ৫নং অংশ) এ আঘাত করলে 'টাক' আওয়াজ পাওয়া যাবে।

৭। ঘিং—ডান নহাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠা এবং মধ্যমার যৌথ প্রচেষ্টায় মধ্যমার মাথা দিয়ে ঢোল এর তলায় ঘষে দিলে ঘিং বাজবে।

৮। টে বা রে—ডান হাতের তর্জনী দিয়ে ঢোল এর তলার ২নং অংশে টোকা দ্বারা বাজবে।

৯। টিক—ডান হাত দ্বারা ঢোল এর লাঠির মাথা দিয়ে ঢোল এর পেটের মাঝখানে কাঠের অংশে আঘাত করলে টিক শব্দ শোনা যাবে।

১০। টেররর/ট্রে—ডান হাত দ্বারা ঢোল এর লাঠির মাথা দ্বারা ঢোলের তালার ৩নং অংশে হালকা আঘাত করে ছেড়ে দিলে চামড়ায় একটি কম্পন তৈরি হবে, যা হল টেররর বে ট্রে।

১১। ডি—ঢোল বাজান লাঠির মাথা দিয়ে ঢোল এর তালার ১নং অংশে খুব জোরে চেপে বাজাতে হবে।

১২। ক—'ক' বর্ণ কৎ এর মতনই বাজবে, তবে তুলনায় হালকা।

১৩। থে—ডান হাতের তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা একত্র করে তালার ২নং অংশে চাপ দিয়ে রাখলে থে আওয়াজ হবে।

বর্ণ—বাঁ হাত—১৪টি

১। তা, না—হাতের তর্জনীর দ্বারা ১নং অংশে আঘাতের ফলে তা বা না পাওয়া যাবে। বাজানার পর রেশ থাকবে।

২। ত্বাক—বাঁ হাতের তর্জনী, অনামিকা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা একত্র করে তালার ১নং অংশে চেপে বাজালে 'ত্বাক' পাওয়া যাবে। রেশ থাকবে না।

৩। তে—বাঁ হাতের তর্জনীর দ্বারা তালার ৪নং অংশে চেপে বাজাইতে হবে। রেশ নাই।

৪। রে/টে—বাঁ হাতের অনামিকা ও তর্জনীর সাহায্যে বাঁ তালার ২নং অংশে

হালকা চেপে আঘাত করে বাজাইতে হবে, যাতে রেশ থাকবে না।

৫। জা—বাঁ হাতের তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা দিয়ে বাঁ তালার ২নং অংশে হালকা ছেড়ে আঘাত করলে জা পাওয়া যাবে, যেতে রেশ থাকবে।

৬। চাক—বাঁ হাতের কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা এবং বাঁ হাতের ছবির ২নং অংশ দ্বারা হাতের তালুকে আড়াআড়ি ভাবে ব্যবহার করে সজোরে চেপে বাজালে চাক আওয়াজ পাওয়া যাবে। যেভাবে ঢোল এর চাটি বাজে।

৭। কুরুর—বাঁ হাতের পাঁচটি আঙ্গুল যথাক্রমে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠা, তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা এবং কনিষ্ঠা ভাঁজ করে একত্র করে ঢোল এর বাঁ তালার ৩নং অংশে টোকা দিয়ে বাজালে কুরুর আওয়াজ পাওয়া যাবে।

৮। কোড়ড়—বাঁ হাতের তালু (ছবিতে তালার উপর দিকের ১নং অংশ থেকে ৩নং অংশ পার করে তালার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ঘষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে) দিয়ে ঢোল এর বাঁ তালার চামড়ায় একটি বিশেষ পদ্ধতিতে ঘষে ঘষে বাজানো হলে কোড়ড় আওয়াজ পাওয়া যাবে। এটি একটি অভিনব পদ্ধতি। গুরুর কাছে বিশেষ ভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে প্রতিনিয়ত অভ্যাসের দ্বারাই এটি রপ্ত করা সম্ভব।

৯। ঝুম—অনেকটা তবলার 'ক' বাজানর মতন বাজবে। বাঁ তালার ৩নং অংশে বাজালে ঝুম পাওয়া যাবে।

১০। 'ত্বাক'—বাঁ হাতের চার আঙ্গুল যথাক্রমে তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা এবং কনিষ্ঠা একত্র করে ঢোল এর বাঁ তালার ১নং অংশে চেপে আঘাত করলে 'ত্বাক' পাওয়া যাবে।

১১। লা—বাঁ হাতের অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা তালার উপর দিকে ১নং অংশে লা বাজবে। দুই আঙ্গুলের আঘাতের পর ছেড়ে দিতে হবে।

বর্ণ—দুইহাত একত্রে—২৭টি

১। ধিঙ—গ/গৃনা/তা ২। ধা—ঘেৃনা/তে

৩। ধিক—ঘেৃত্বাক ৪। ধেৎ—ঘেৎৃনা/তা

৫। ধে—ঘেৃতে ৬। দিক—ড়িৃতেটে

৭। ধেটে—ধেৃটে ৮। গিড়গিড়—ডুংৃতেটে

৯। দিড়দিড়—ধিঙৃতেটে ১০। কিরিকিরি—কৃতেটে

১১। ক্রান—কৎৃতা ১২। তাক—কৃতা

১৩। খেত—কৃত্বাক ১৪। ড্রিং—ডুংৃজা

১৫। ঝা—চাকৃঘে ১৬। খেরেখেরে—কৃতেটে

১৭। থালাথালা—কৃতালাতালা

ঢোল এর বর্ণ—

ডান হাতের বর্ণ—গ অথবা গি, ঘে অথবা ঘি, ঘেৎ, ক, ডি, টাক, টেকর্ অথবা ট্রি, ডুং, কৎ, ঘিং, থে।

বাম হাতের বর্ণ—তা অথবা না, তে, রে অথবা টে, ত্বাক, জা,লা, কোড়ড়, কুরুর, ঝুম, চাক, তিত।

দেশী ঢোলের ভিন্ন ভিন্ন অংশে বর্ণ ও তার স্থান—

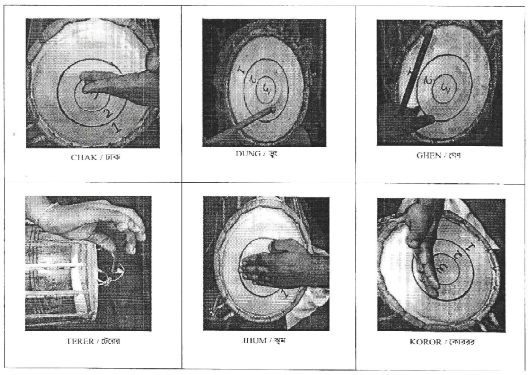

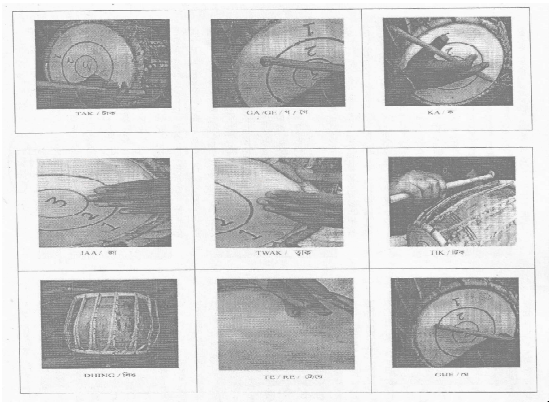

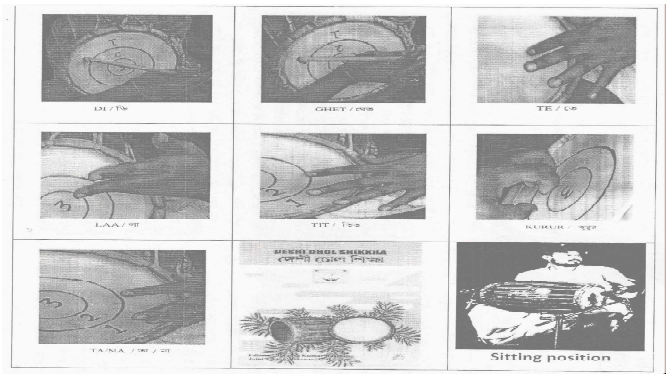

১। এক মাত্রায় একটি বর্ণ হলে সেই বর্ণ এ কোন চিহ্ন ব্যবহার হয় না। যেমন—ধিঙ, না, ধি, ডুং। এখানে চার মাত্রার চারটি বর্ণ আছে তাই কোনো চিহ্নের প্রয়োজন নেই। উদাহরণ স্বরূপ—হস্তি তাল—

। ধিঙ গে না ঘে । টে গে না -।

x ২

। তা ডি দিক দিক । দিক দিক দিক দিক । ধিঙ

৩ x

২। একাধিক বর্ণকে একমাত্রায় দেখতে হলে বর্ণগুলির নীচে মাত্রার অনুরুপ চিহ্ন (-) দিযে বোঝাতে হয়, যেমন—

ধিঙগে ধিঙগেতে ডিঙগেতাঘে ইত্যাদি।

৩। একমাত্রার অতিরিক্ত স্থায়িত্ব দেখাতে হলে ড্যাশ(—) বা òSó চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, যেমন—

ধিঙ গে — তা । বা । টে গে S না ।

৪। সম, খালি, ও তালের বিভাগ দেখানোর জন্য x, o চিত্রে ব্যবহার করা হয়। উপরের চিহ্ন দ্বারা ৮ মাত্রার ঢোলের তাল ‘ছুকরি’ দেখানো হল—

। ধিঙ নাঘেৎ Sগে নাS । কৎ নেঘেৎ Sগে নাS । ধিঙ

x 0

x

৫। সম ছাড়া (+) অন্যান্য তালির স্থানগুলি বর্ণের নীচে সংখ্যা দ্বারা বোঝানো

হয়। যেমন—চোদ্দসোয়ারি তাল—

। ধিক না ক । ধিঙ - । ধিঙ - ।

x ২ ৩

। তে টে ক । তে টে । লা - । ধিক

০ ৪ ৫ x

এখানে প্রথম মাত্রায় সম (), চতুর্থ মাত্রায় ২য় তালি, মাত্রায় ৩য় তালি একাদশ মাত্রায় ৪র্থ তালি, এয়োদশ মাত্রায় ৪ম তালি এবং অষ্টম মাত্রায় খালি দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ এই চোদ্দ মাত্রার তালে তালির সংখ্যা পাঁচটি এবং খালির সংখ্যা একটি(১)। তালের এই তালির চিহ্নর জায়গায় তালি দিয়া এবং খালির জায়গায় তালি না দিয়ে হাতের ইঙ্গিতের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেখা হয়—

দেশী ঢোল এর তাল

দেশী তাল -হস্তি

মাত্রা-১৬, বিভাগ-৪, ছন্দ-৪/৪/৪/৪/, তালি-৩, খালি১,

মূল ঠেকা

। ধিঙ গে না ঘে । টে গে না - ।

x ২

। তা ডি দিক দিক । দিক দিক দিক দিক। ধিঙ

দেশী তাল-চোদ্দসোয়ারী

মাত্রা-১৪, বিভাগ-৬, ছন্দ-৩।২।২।৩।২।২। চিক্র-অ।২।৩।০।৪।৫। তালি-৫। খালি ১, ঠেকা

। ধিঙ না ক । ধিঙ - । ধিঙ - । তে টে ক । তে টে । লা -। ধিঙ

x ২ ৩ ০ ৪ ৫ অ

দেশী তাল - বারমাইশ্যা

মাত্রা-১২, বিভাগ-৪, ছন্দ-৩/৩/৩/৩, চিহ্ন- x/২/০/৩, তালি-৩ খালি-১, ঠেকা—

। ধিঙ গে ঘে । রে তে টে ।

x ২ x

। না ধিঙ ধিঙ । ধিঙ ঘে - । ধিঙ

০ ৩ x

তাল-ষাইটোল

মাত্রা-৬, বিভাগ-৪, তালি-৪, খালি-নাই, ছন্দ-১/২/১/২, চিহ্নôéx/২/৩/৪, ঠেকা—

। ধি । না ধিঙলা । ধি । না - । ধি

অ ২ ৩ ৪ x

তাল - খচরা

মাত্রা-২৪, বিভাগ-৮, তালি-৫, খালি-৩, ছন্দ-৩/৩/৩/৩/৩/৩/৩/৩, চিক্র-éx/০/২/০/৩/০/৪/৫, ঠেকা—

। ধিঙ গে ঘে । লে তাক - । - - ক । টে তাক - ।

x ০ ২ ০

। - - ক । টে তাক - । কোরর গে কোরর । গে লা - ।

৩ ০ ৪ ০

। ধিঙ গে ঘে । লে তাক - । - - তাক । তাক তাক

x ০ ২ ০

। - - তাক । তাক তাক - । কোরর গে গে । গে তাক - ।

৩ ০ ৪ ০

তাল - গোলাপী

মাত্রা-৮, বিভাগ-৪, ছন্দ-২/২/২/২, চিক্র-éx/২/৩/৪, তালি-৪, খালি-নাই, ঠেকা—

। ধিঙ ধিঙ । নাকে ধিঙ । নাকে ধিনা । তাক - ।

x ২ ৩ ৪ x

তাল - ষোলটিয়া (শাস্ত্রীয় তাল)

মাত্রা-১৬, বিভাগ-৪, ছন্দ-৪/৪/৪/৪, চিক্রôxé/২/০/৩, তালি-৩, খালি-১, ঠেকা—

। ধিঙ তাক কোরর তাক । তাকতাক ধিঙধিঙ তাকতাক ধিঙধিঙ

x ২

। তাক তাক ড্রিংড্রিং তাক । ধিঙ তাকধিঙ তাকতাক গিরগির । ধিঙ

০ ৩

x

তাল - মিশ্র

মাত্রা-১২, বিভাগ-৬, ছন্দ-১/১/২/২/২/৪, চিহ্ন-xé/২/৩/৪/০/৫, তালি-৫, খালি-১, ঠেকা—

ধিঙ । ধিঙ । ধিঙগে তেটে । ধিঙ লা ।

x ২ ৩ ৪

তাক তাক । তাগে তেটে ধিঙ লা । ধিঙ

০ ৫ x

তথ্যসূত্র :

১। Subba, Jash Raj, 2011, History, Culture and Customs of Sikkim, Gyan Publishing House 23, Main Ansari Road, Daryaganj, New Delhi-110002, ISBN:81-212-0964-1, p-191.

২। Sharma, D. Prabal, First Published in 2008, Music Cultureof North-East India, Poonam Coel Raj Publication 108,4855/24, Asari Road Daryaganj, New Delhi-110-002, ISBN(10 No.):81-86208-55-0, ISBN(13No.):978-81-86208-55-7, p-205.

৩। রায়, বুদ্ধদেব মণীমালা, বিশ্বপ্রিয়া, নভেম্বর-২০১৩, বাংলার লোকনৃত্য ও বাদ্য সমীক্ষা, মীরা নাথ ৭২/৩এফ/১, আর. কে. চাটার্জী রোড কলকাতা-৪২, পৃ:৮৪-৮৬।

৪। বর্মণ ড. জয়ন্তকুমার, রায় ধনঞ্জয়, ২০২২ দেশী ঢোল শিক্ষা, বি. এফ. সি পাবলিকেশন, লউখনউ, ISBN:978-93-91329-77-8